আজকাল
● কলকাতা
● শিলিগুড়ি
● আগরতলা
আজ ১৬ পাতা
ইন্টারনেটে সংস্করণ: www.aajkaal.net
২৯ ভাদ্র ১৪১৯ শনিবার ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ আগরতলা সংস্করণ ৩.০০ টাকা *

রসায়নের জটিলকে সহজ করার সূত্র আবিষ্কার করলেন কৈলাসহরের অরিজিৎ

প্রলয়েন্দু চৌধুরি, কৈলাসহর

১৪ সেপ্টেম্বর— রসায়নে জটিল দু'টি বিষয়ে কী করে সহজে নির্ণয় ও নামকরণ করা যায়, তারই সূত্র আবিষ্কার করলেন রসায়নের তরুণ অধ্যাপক। কৈলাসহরের ছেলে অরিজিৎ দাস। রসায়নে জৈব ও অজৈব যৌগের সঙ্করায়নের অবস্থা নির্ণয় এবং ইউপ্যাক নামকরণের নিয়মাবলি আবিষ্কার দিল্লি থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞান পত্রিকা 'কেমিস্ট্রি টুডে'তে গত বছর প্রকাশিত হয়েছিল। গত এক বছর ধরে আবিষ্কৃত সূত্রটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। এর পাশাপাশি অধ্যাপক অরিজিৎ পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের বিভাগীয় প্রধানদের কাছে গত ২০ আগস্ট থেকে ২৬ আগস্টের মধ্যে পেপার জমা দেন। ৬ সেপ্টেম্বর সর্বশেষ স্বীকৃতি এসেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মোহাম্মদ আলির কাছ থেকে। এ ছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধান রাসবিহারী ঘোষ, অধ্যাপক জি এন মুখার্জি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধান তথা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক অরবিন্দকুমার দাস, নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আর এ লাল, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আর কে নাথ, রাজ্যের তরুণ অধ্যাপক অরিজিৎ দাসের আবিষ্কৃত সূত্রটির স্বীকৃতি দিয়েছেন। পাশাপাশি আগামী শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে এই সূত্রটি অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বলে তাঁরা জানান। অধ্যাপক অরিজিৎ জানান, রসায়নে 'জৈব ও অজৈব যৌগের সঙ্করায়ন অবস্থা অল্প সময়ে নির্ণয় করার জন্য নতুন নিয়মাবলি' আবিষ্কারের আগে একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে একটি উত্তর করতে ৭ থেকে ৮ মিনিট সময় লাগত। এই সূত্রটির ফলে এক মিনিটে ১৮টি উত্তর করতে পারছে ছাত্রেরা। দ্বিতীয় সূত্রটি হল, 'জৈব যৌগের ক্ষেত্রে স্পাইরো এবং বাইসাইক্রো যৌগের অল্প সময়ে ইউপ্যাক নামকরণের নিয়মাবলি' আবিষ্কার করার আগে একটি করতে চার মিনিট সময় লাগত। এই সূত্রটি বের করার পর দেখা গেছে, এক মিনিটে ১৬টি উত্তর করতে পারছে ছাত্রছাত্রীরা। অরিজিৎ জানান, ৯০ সাল থেকে ছাত্র

এরপর ২ পাতায়

রসায়নের জটিলকে সহজ করার সূত্র আবিষ্কার করলেন কৈলাসহরের অরিজিৎ

১ পাতার পর

পড়ান। পড়াতে গিয়ে দেখেন, অজৈব বা জৈব রসায়নের সঙ্করায়ন বা হাইব্রিডাইজেশন নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা সবচেয়ে সমস্যায় পড়েন। কী করে সমস্যা থেকে উত্তরণ ঘটানো যায়? ছাত্রছাত্রীরা জটিল বিষয়ে কীভাবে দ্রুত উত্তর করতে পারে, তার চিন্তা সব সময় মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেত। সব কাজের ভিড়ে এই বিষয়টি পিছু ছাড়ত না। 'একদিন পড়ার টেবিলে বসে ঝিমোচ্ছিলাম। এমন সময় ধরা দিল সূত্র দুটি। সঙ্গে সঙ্গে খাতায় টুকে রাখি। পরদিন সেই সূত্র নিয়ে বসি আর মেলাই। তারপর ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে সূত্রটি ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করি। দেখা গেল, আমার ছাত্রছাত্রীরা এক মিনিটে ২০ থেকে ২৫টি উত্তর করতে পারছে। আমি নিশ্চিত, কিন্তু আমি নিশ্চিত হলে চলবে না, স্বীকৃতি চাই। তাই প্রথম বিজ্ঞান পত্রিকা 'কেমিস্ট্রি টুডে'তে পাঠাই। দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় স্বীকৃতি আসে। আরও স্বীকৃতি পেতে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগের প্রধানদের কাছে পাঠাই। পর পর সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বীকৃতপত্র পাই। স্বীকৃতিপত্র এসেছে 'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি' থেকে।' গত এক বছর ধরে অধ্যাপক অরিজিৎ দাস ধর্মনগর ডিগ্রি কলেজে রসায়নের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে অধ্যাপনা করছেন। এর আগে তিনি সায়েন্টিফিক অফিসার হিসাবে স্টেট ফরেন্সিক ল্যাবে কাজ করেছেন। তিনি জানান, তাঁর প্রবর্তিত সূত্রটি শুধুমাত্র কলেজ নয়, নবম শ্রেণী থেকে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করবে। বর্তমানে তিনি 'ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি', 'ইন্ডিয়ান আকাদেমিক ফরেন্সিক সায়েন্স', 'ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস', 'ত্রিপুরা কেমিক্যাল সোসাইটি', 'ত্রিপুরা কলেজ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর সদস্য। লন্ডন থেকে প্রকাশিত দুটি বিজ্ঞান পত্রিকা 'এলসেভিয়ার' এবং 'টেলর অ্যান্ড ফ্র্যান্সিস'-এর পর্যবেক্ষক হিসাবে কাজ করছেন। কৃতী অধ্যাপকের সাফল্যে খুশি ধর্মনগর ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক-সহ ছাত্রছাত্রীরা। ১২ সেপ্টেম্বর কলেজে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। কলেজের ইংরেজি বিভাগও সংবর্ধনার আয়োজন করেছে।